তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক আমাদের সময়

সেই ২ ছাত্রলীগ নেতার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অস্ত্রের মহড়ার দুদিন পর আত্মগোপন করেন তারা

শাহজাহান আকন্দ শুভ ও হাবিব রহমান ●

রাজধানীর গুলিস্তানে হকার উচ্ছেদকালে অবৈধ অস্ত্রের মহড়া দেওয়া দুই ছাত্রলীগ নেতা সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমান গতকাল শনিবার পর্যন্ত ধরা পড়েননি। তাদের ধরতে ঢাকা মহানগর পুলিশ টানা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, এ জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সব ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্টে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিসি রমনা মারুফ হোসেন সরদার বলেন, ওই দুজনকে ধরতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। তারা যেন বিদেশ যেতে না পারেন, সে জন্য ইমিগ্রেশন পুলিশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, গুলিস্তানে অবৈধ অস্ত্রের মহড়ার পর দুদিন পর্যন্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন ও ওয়ারী থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রকাশ্যেই ছিলেন। এর পর সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ওই দুই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ আসে। এতে টনক নড়ে তাদের রাজনৈতিক গডফাদারের। তাঁর নির্দেশে সাব্বির নিজের সব মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। অবশ্য তখনো খোলা ছিল আশিকুরের ফোন। সাব্বির তখন আশিকুরকে দ্রুত ফোন বন্ধ করে গা-ঢাকা দিতে বলেন।

এদিকে সাব্বিরের রাজনৈতিক গডফাদার তাকে বলেন, কোনোভাবে তোমাদের রক্ষা করা যাচ্ছে না। তোমরা ফোন বন্ধ করে পালাও। এ কথা শোনার পর সাব্বির কালবিলম্ব না করে তার সব মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। এ ঘটনার পর পরই সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমানের বাসা, অফিসসহ ঘনিষ্ঠদের সব বাসায় পুলিশ টানা অভিযান চালিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

সেই ২ ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পুলিশ।

পুলিশ সূত্র জানায়, এরই মধ্যে গুজব ছড়িয়েছে যে– সাব্বির বৈধপথে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। তবে ইমিগ্রেশনে খোঁজ নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের তদন্তকারীরা জেনেছেন, তিনি বৈধপথে বিদেশে পাড়ি জমাননি। গেলেও অবৈধপথে পালাতে পারেন।

অন্য একটি সূত্র জানায়, তারা এখনো ঢাকাতে আত্মগোপন করে আছেন। ওই দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ ও পল্টন থানায় দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে দুজনকে গ্রেপ্তারে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। তবে ঘটনার দুদিন পর ঢাকা মহানগর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। এর আগে পুলিশ হাত গুটিয়ে বসেছিল।

জানা গেছে, ঘটনার প্রথম দিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন ওই দুই নেতার ভূমিকার প্রশংসা করেন। কিন্তু পরে গণমাধ্যমে অবৈধ অস্ত্রের ছবি এলে তাদের দায় সিটি করপোরেশন নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। এদিকে গণমাধ্যমে দুই ছাত্রনেতার অস্ত্রসহ ছবি দেখে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

গত সোমবার রাতে রাজধানীর শাহবাগ থানায় সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমানের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করে পুলিশ। এ ছাড়া একই ঘটনায় গুলিস্তানের হকার সিরাজ বাদী হয়ে পল্টন থানায় আরেকটি মামলা করেন। ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ১৫০ জনকে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর গুলিস্তানে হকার উচ্ছেদ কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী, হকার ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কর্মচারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়াসহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় সিটি করপোরেশনের পক্ষ হয়ে একদল যুবক ব্যবসায়ী ও হকারদের ধাওয়া করেন। ওই যুবকদের মধ্যে সাব্বির হোসেন ও আশিকুর রহমান প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করেন। এই গুলিবর্ষণের ছবি পর দিন গণমাধ্যমে আসে। এতে সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়।